সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

21 July 2016

রিয়াকারী (লৌকিকতা)

(Bangla)

রিয়াকারী (লৌকিকতা)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

ফেরেস্তাদের ইমামতী:

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে আমার উপর সবচেয়ে বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়ে থাকে।"

(তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৪)

পড়তা রহো কসরত ছে দুরূদ উনপে ছদা মে,
অওর যিকির কা ভি শৌক পায়ে গউছ ও রযা দে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শুনার নিয়্যত সমূহ

❁ দৃষ্টিকে নত রেখে খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শুনবো। ❁ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে ইলমে দ্বীনের সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'জানু হয়ে বসবো। ❁ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দিবো। ❁ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্য ধারণ করবো, অমনোযোগী হওয়া, ধমক দেয়া এবং বিশৃংখলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!, اُذْكُرُ اللّٰه, تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে জবাব দিবো। ❁ বয়ানের পর নিজে আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

www.dawateislami.net

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান করার নিয়্যত সমূহ

❁ হামদ ও সালাত এবং মাদানী পরিবেশে পড়ানো হয় এমন দরূদ ও সালাম পড়াবো। ❁ দরূদ শরীফের ফযীলত বলে صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলব, তখন নিজেও দরূদ শরীফ পাঠ করবো এবং অন্যান্যদেরকেও পড়াবো। ❁ সুন্নী আলিমের কিতাব থেকে পাঠ করে বয়ান করবো। ❁ ১৪ পারার সূরা নাহল ১২৫ নং আয়াত: اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** আপন প্রতিপালকের পথের দিকে আহ্বান করো পরিপক্ক কলাকৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা) এবং বুখারী শরীফের (৪৩৬১নং হাদীসে) বর্ণিত এই **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ اٰيَةً "অর্থাৎ- আমার পক্ষ থেকে পৌঁছে দাও যদিও একটি মাত্র আয়াত হয়।" এতে প্রদত্ত আহকামের অনুসরণ করবো। ❁ সৎকাজের নির্দেশ দিব এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবো। ❁ কবিতা পা করতে এমনকি আরবী, ইংরেজী এবং কঠিন শব্দাবলী বলার সময় অন্তরের ইখলাছের প্রতি খেয়াল রাখব অর্থাৎ- নিজের জ্ঞানের ভাব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য হলে তবে বলা থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ মাদানী কাফেলা, মাদানী ইন্‌আমাত, এমনকি এলাকায়ী দাওরা বারায়ে নেকীর দাওয়াত ইত্যাদির উৎসাহ প্রদান করবো। ❁ অট্টহাসি দেয়া এবং অট্টহাসি হাসানো থেকে বেঁচে থাকবো। ❁ দৃষ্টিকে হিফাজত করার জন্য যতটুকু সম্ভব দৃষ্টিকে নত রাখবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রিয়াকারীর শস্তি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত ১৬৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, **"রিয়াকারী"** এর ১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এক ব্যক্তি **তাজেদারে দো-আলম, রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্‌সাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলো: কাল কিয়ামতের দিন কোন জিনিষ মুক্তি দিবে? ইরশাদ করলেন: **"আল্লাহ্ তাআলার** সাথে আমানতের খিয়ানত না করা।" আরয করলেন: বান্দা **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে কিভাবে আমানতের খিয়ানত করতে পারে? ইরশাদ করলেন: "এই ভাবে যে, তুমি কোন কাজ কর, যেটার হুকুম তোমাকে **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিয়েছেন। কিন্তু তোমার উদ্দেশ্য হলো **আল্লাহ্** ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি অর্জন করা, এইজন্য রিয়াকারী থেকে বাঁচতে থাকো। কেননা এটা **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে শিরক করা এবং কিয়ামতের দিন রিয়াকারকে লোকদের সামনে চার নামে ডাকা হবে। অর্থাৎ হে বদকার! হে ধোকাবাজ! হে কাফির! হে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি! তোমার আমল নষ্ট হয়েছে এবং তোমার প্রতিদান ধ্বংস হয়ে গেছে। এইজন্য আজ তোমার জন্য কোন অংশ (প্রতিদান) নেই। হে ধোকা দেওয়ার প্রচেষ্টাকারী। এখন তুমি তোমার সাওয়াব তার কাছে গিয়ে অন্বেষণ কর। যার জন্য তুমি আমল করতে। **(আযজাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কবায়ির, আল বাবুল আউয়াল ফিল কবায়িরিল বাতিনিয়্যাহ শেষ...., কাবিরাতুছ ছানীয়্য, আশশিরকিল আযগর, ১/৫৮)**

তু বছ রেহরা ছদা রাজি নেহী হে তাবি নারাজী,
তু না খোশ জিছছে হো বরবাদ হে, তেরী কসম মাওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত রেওয়ায়েত থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, লোকদের কে দেখানোর জন্য আমল কারীদের কিয়ামতের দিন কি পরিমান অপমান ও লজ্জার সম্মুখীন হতে হবে। দূর্ভাগ্যবশত **প্রথমত:** নফস ও শয়তান আমাদের কে নেকী করতে দেয় না, আর যদি আমরা খুব চেষ্টা করে নেক আমল করার মধ্যে সফল হয়ে যায়,

www.dawateislami.net

তখন নফস ও শয়তান আমাদের ইবাদত কবুল হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য তার সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে এবং আমাদের ইবাদতের মধ্যে এমন কোন ত্রুটি করানোর চেষ্টা করে যা ইবাদত কে নষ্ট করে দেয় অথবা ইবাদত করার পর আমাদের অন্তরের মধ্যে যশ-খ্যাতির বাসনা ঘর করে নেয়। কেউ আমাদের নেকী সমূহের চর্চা করুক বা না করুক, আমরা নিজেরাই শরয়ী প্রয়োজন ছাড়াই নিজের নেকীর সমূহ প্রকাশ করে **"নিজের মুখে নিজের প্রশংসা করা থেকে"** বিরত হইনা এবং এই ভাবে নফস ও শয়তানের বিস্তৃত রিয়াকারীর জালের মধ্যে ফেঁশে যায়। উদাহরণ স্বরূপ কেউ বলল: আমি প্রতি বছর রজব, শাবান, রমজানের রোযা রাখি। (অথচ রমজানের রোযা রাখা ফরয, তারপর ও সে রিয়াকার, যে দুই মাস নফল রোযা রাখে, তার রিয়াকারির (যদি তার রিয়াকারীর নিয়্যত থাকে) ওজন (মান) বাড়ানোর জন্য বলে থাকে। আমি প্রতি বছর তিন মাস অর্থাৎ রজব, শাবান এবং রমযানের রোযা রাখি, وَلَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ। কেউ বলল: আমি এত বছর ধরে প্রত্যেক মাসের আয়্যামে বীজ অর্থাৎ চাঁদের ১৩,১৪,১৫ তারিখ রোযা রাখতেছি। কেউ তার হজ্জের সংখ্যা, কেউ নিজের ওমরার সংখ্যা ঘোষণা করে। কেউ বলে: আমি প্রতিদিন এত দরূদ শরীফ পড়ি। এতদিন ধরে দালায়েলুল খয়রাতের শরীফের ওযীফা (পাঠ) করছি। এত পরিমান তিলাওয়াত করি। প্রত্যেক মাসে অমুক মাদ্রাসায় এত চাঁদা প্রদান করি। মোট কথা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নফল নামায, তাহাজ্জুদ, নফল রোযা এবং ইবাদত সমূহের অজ্ঞ লোকেরা খুব চর্চা করে। হায়! হে ইখলাস তুমি কোথায়? এগুলো সব ঐ সময় যখন তার অন্তরে রিয়ার নিয়্যত থাকবে।

(ইফদাত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه)

সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর শাহাজাদা মুফতীয়ে আজম হিন্দ হযরত আল্লামা মাওলানা মুস্তফা রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বিনয় প্রকাশ করে আমাদের বুঝানোর জন্য বলেন:

নফসে বদকার নে দিল পে ইয়ে কিয়ামত তুড়ি,
আমলে নেক কিয়া ভি তো চুপানে না দিয়া। (ছামানে বখশিশ, ৬১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রিয়াকার খালি হাত রয়ে যায়:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে নেক আমল **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জন ও আখিরাত মঙ্গলময় বানানোর জন্যই করা উচিত, কিন্তু স্মরণ রাখবেন! যে দূর্ভাগা লোক রিয়া সহকারে নেক আমল করে, তার ঐ নেক আমল **আল্লাহ্ তাআলা** কে সন্তুষ্টি করতে এবং তার আখিরাত মঙ্গলময় করার জন্য কোন ভূমিকা পালন করে না। বরং এই ধরনের লোকদের তাদের কৃত আমলের প্রতিদান **আল্লাহ্ তাআলা** দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। যেমনি ভাবে পারা ১২ সূরা হুদের ১৫ নং আয়াতের মধ্যে ইরশাদ করেন:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا
وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ ﴿۱۵﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও সাজ সজ্জা কামনা করে। আমি তাতে তাদের কৃতকর্মের পূর্ন ফল দিয়ে দেবো এবং এর মধ্যে কম দেয়া হবে না।
(পারা- ১২, সূরা- হুদ, আয়াত- ১৫)

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: রিয়াকারদের তাদের নেকীর প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয় এবং তাদের উপর বিন্দু পরিমান ও জুলুম করা হয় না। **(তাফসীর তাবারী, ৭ম খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)**

অন্য আর এক আয়াতের মধ্যে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا
صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى ۙ كَالَّذِيْ يُنْفِقُ
مَالَهٗ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ
الْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ
عَلَيْهِ تُرَابٌ فَاَصَابَهٗ وَابِلٌ فَتَرَكَهٗ صَلْدًا ؕ
لَا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوْا ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমান দ্বারগণ! আপন দানকে নিস্পল করে দিও না খোটা দিয়ে এবং ক্লেশ দিয়ে, সেই ব্যক্তির ন্যায়। যে আপন ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে এবং **আল্লাহ্** ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান রাখে না, সুতরাং তার উপমা এমনই যেমন একটা মসৃণ পাথর যার উপর মাটি রয়েছে। এখন সেটার উপর প্রবল বৃষ্টিপাত হলো, যা সেটাকে ওধু পাথর করে ছাড়লো, তারা আপন উপার্জন থেকে কোন জিনিষই তাদের আয়ত্বে পাবে না।
(পারা- ৩, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২৬৪)

www.dawateislami.net

সদরুল আকাজিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দিন মুরাদাবাদি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাযাইনুল ইরফানে এই আয়াতে মোবারকা প্রসঙ্গে বলেন: যেমনি ভাবে মুনাফিকের কাছে **আল্লাহর** সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকেনা, সে তার সম্পদ রিয়াকারর জন্যই খরচ করে নষ্ট করে দেয়। ঠিক তেমনি ভাবে তোমরা খোটা দিয়ে এবং কষ্ট দিয়ে নিজের সদকার প্রতিদান কে নষ্ট করো না, এই (উদাহরণ যেটা আয়াতে মোবারাকার মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে) মুনাফিক রিয়াকারের আমলের উদাহরণ যেভাবে পাথরের উপর মাটি চোখে পড়ে। কিন্তু বৃষ্টি দ্বারা সব দূর হয়ে যায়। খালি পাথর থেকে যায়। এই অবস্থা মুনাফিকের আমলের ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ দর্শীদের মনে করে যে, এটা আমল **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য করে থাকে এবং কিয়ামতের দিন তার সব আমল বাতিল (অগ্রহ্য) হয়ে যাবে। কেননা সেটা **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য ছিল না। (খাযাইনুল ইরফান, পারা, ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬৪)

আসুন! **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে ইখলাছের ভিক্ষা চাই:

মেরা হার আমল ব্যাস তেরে ওয়াস্তে হো,
কর ইখলাস এইছা আতা ইয়া ইলাহী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দুনিয়াবী সতর্কতা পরকালের আফসোস থেকে উত্তম:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখন একটু গভীর ভাবে চিন্তা করুন যে, কিয়ামতের দিন যখন প্রত্যেকের নিজের আমলের ব্যাপারে চিন্তা হবে এমনি পরিস্থিতিতে যদি কারো আমল নামা পেশ করা হয় এবং সে জানতে পারল যে, তার অনেক নেক আমল শুধুমাত্র রিয়ার কারণে নষ্ট হয়ে গেছে, তবে চিন্তা করুন যে, ঐ কঠিন মূহুর্তে ঐ ব্যক্তির কি অবস্থা হবে? এবং তার কি পরিমান আফসোস হবে যে, সারা জীবন যে সব আমলকে নিজের জন্য আখিরাতের পাথেয় ও নাজাতের মাধ্যম মনে করেছিল, কিয়ামতের দিন যখন খুব প্রয়োজন হবে। তখন ঐ সব আমল সমূহ থেকে কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। সারা জীবনের উপার্জন হাত থেকে চলে যেতে লাগল।

www.dawateislami.net

সারা জীবন এটাই চিন্তা করেছিল যে, আমার নিকট নেকীর ধন ভান্ডার রয়েছে এবং কিয়ামতের দিন দুঃখ আফসোসের প্রতিচ্ছবি হয়ে দাঁড়াবে। এই জন্য জরুরী যে, আমরা এই দুনিয়ার মধ্যে নিজের অবস্থার প্রতি গভীর মনযোগ দিয়ে রিয়াকারীর মত ভয়ানক বিপদ থেকে বেঁচে থাকি। প্রত্যেক ভাল আমলের বিচার-বিশ্লেষণ করে নেওয়া উচিত যে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি নাকি সম্পদ অর্জন নাকি দুনিয়াবী যে কোন উপকার অর্জন করা? দূর্ভাগ্যবর্শত আজকাল আমাদের ইবাদত থেকে ইখলাস বিনষ্ট হতে চলেছে, প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের অন্তর/ মন থেকে এ প্রশ্ন করুন যে, লোকদের সামনে যখন আমি নেক আমল খুব প্রফুল্ল মনে ও ভালভাবে করি। তবে একাকী অবস্থায় আমার কি হয়ে যায়। একাকী অবস্থায় কেন তাড়াতাড়ি করে ফেলি। একাকী অবস্থায় ইবাদতের মধ্যে কেন বিনয়ী নম্রতা অটল থাকেনা। কখনো এর দ্বারা তো রিয়াকারী হবে না? আজি নিজের আমলের হিসাব করে নিজের সংশোধনের চেষ্টা করুন। অন্যথায় কাল কিয়ামতের দিন আফসোস ও অপমান ছাড়া কিছুই হাতে থাকবে না। নিজে সঠিক ভাবে নিজের আমলের হিসাব করতে না জানলে তাহলে ভয় পাবেন না। শুধুমাত্র এমনি ব্যক্তির সংস্পর্শ অবলম্বন করুন, যে নিজের আমলের হিসাব করতে জানে। এমনি পরিবেশকে আপন করে নিন, যেখানে নিজের আমলের হিসাব করার মাদানী মন মানষিকতা দেওয়া হয়। স্মরণ রাখবেন! সংশোধন ও শিক্ষার ব্যাপারে সংস্পর্ষ ও পরিবেশ খুব বেশী প্রভাব রাখে, ভাল সংস্পর্ষ ও পূতঃপবিত্র পরিবেশ পাওয়ার এক সর্বোত্তম মাধ্যম **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়াও বটে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামীতে** সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে না শুধু সুন্নাতে ভরা পবিত্র মাদানী পরিবেশ পাবে, বরং আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শ ও অর্জিত হবে। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের মধ্যে মাদানী ইনআমাতের উপর আমলের উৎসাহ দিয়ে প্রতিদিন ফিকরে মদীনা অর্থাৎ (নিজ আমলের হিসাব) করার মন মানষিকতা ও দেওয়া হয়। মাদানী কাফেলার সফরের সৌভাগ্য অর্জন হয়। ভাল পরিবেশে জানি না আরো কত সৌভাগ্য অর্জিত হয়।

www.dawateislami.net

আচ্ছি ছুহবত মিলে খুব বরকত মিলে, চল পড়ো, চল পড়ে, কাফেলে মে চলো।
কুফর কি কালকি, দূর হো জুলমতি, আও কোশিশ করে কাফেলে মে চলো।
বে শক আমাল বদ, আউর আফয়াল বদ, কি ছুঠে আদাতি, কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৭১-২৭২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিয়া এমন এক ধ্বংসাত্মক রোগ, যেটা নেক আমলের রুহকে মন্দ ভাবে প্রভাবিত করে। এমন কি ঐ নেক আমল রিয়ার কারণে **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে কবুল হওয়ার মর্যাদা অর্জন করতে পারে না। আসুন! হাদীস শরীফের আলোকে আমল নষ্ট করার জন্য রিয়ার ধ্বংস লীলা শুনি:

রিয়ার তিরষ্কারের উপর চার ফরমানে মুস্তফা:

(১) **তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কোন সম্প্রদায় আখিরাতের আমলে সজ্জিত হয়ে দুনিয়া অর্জনের জন্য সৌন্দর্য্যের প্রতিচ্ছবি হয়, তবে ঠিকানা জাহান্নাম।" (জামেউল আহাদীস লিস সুয়ুতী হাদীস: ১১৬৯ ১/১৮৩)

(২) **ছরকারে দো আলম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

"اِنَّ اللهَ تَعَالٰى حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلٰى كُلِّ مُرَاءٍ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তাআলা** প্রত্যেক রিয়াকার উপর জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, (অর্থাৎ রিয়াকার মুসলমান প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ করবে না)" (জমউল জাওয়ামে লিসসুয়ুতী, ২য় খন্ড, ২৪২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৩২৯)

(৩) **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জান্নাতের সুঘ্রান ৫০০ বছরের দূর (দূরত্ব) থেকে ঘ্রান পাওয়া যায়, কিন্তু আখিরাতের আমলের বিনিময়ে দুনিয়া অন্বেষন কারীরা তার সুঘ্রান পাবে না।"

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, কিছমুল আকওয়াল, হরফুর রায়িব রিয়া, ৩/১৯০, হাদীস: ৭৪৮৯)

(৪) **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে যশ খ্যাতির জন্য আমল করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে অপমানিত করবেন, যে দেখানোর জন্য আমল করবে, **আল্লাহ্ তাআলা** তাকে শাস্তি দিবেন।"

(জামেউল আহাদীস লিসসুয়ুতী, কিছমুল আকওয়াল ৭/৪৪, হাদীস: ২০৭৪০)

www.dawateislami.net

বানাদে মুঝ কো ইলাহী খুলুছ কা পায়কর, কারিব আয়ে না মেরে কভি রিয়া ইয়া রব!
আন্ধেরি কবর কা দিল ছে নেহী নিকালতা ডর, কারোঙ্গা কিয়া জু তু নারাজ হো গিয়া ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! রিয়া কেমন ভয়ানক বিপদ এর কারণে নেক আমল কবুল হয় না। রিয়া জান্নাত থেকে বঞ্চিত থাকে। তাকে কিয়ামতের দিন অপদস্থ করা হবে। রিয়ার কারণে নেক আমল **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারের মধ্যে এমনি ভাবে বহিস্কৃত হয় যে, এতে কোন প্রতিদান ও সাওয়াব পাওয়া যায় না। বরং রিয়াকৃত আমল **আল্লাহ্ তাআলার** অসন্তুষ্টির কারণ হয়। যেমনিভাবে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত ১২৮৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব, **"ইহ্ইয়াউল উলুম"** ৩য় খন্ড ৮৯০ পৃষ্ঠার হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه বলেন: হযরত সায়্যিদুনা কাতাদা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ বলেন: যখন বান্দা রিয়া করে, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** ফেরেস্তাদেরকে বলেন: একে দেখো সে আমার সাথে ঠাট্টা করছে। তার উপমা এই ভাবেই বুঝে নাও যে, কোন সেবক সারা দিন বাদশাহের দরবারে তার সামনে থাকে, যেমনি ভাবে সেবক দের অভ্যাস হয়। কিন্তু তার অবস্থানের মধ্যে যদি বাদশাহের কোন দাস বা দাসীকে দেখা উদ্দেশ্য হয়। তবে এটা বাদশার সাথে ঠাট্টা, কেননা সে বাদশার নিকট উপস্থিত ছিল তার খিদমতের জন্য নয় বরং গোলামের জন্য, এই জন্য এর চেয়ে জঘন্য কথা আর কি হতে পারে যে, বান্দা **আল্লাহ্ তাআলার** ইবাদত এমন এক দূর্বল বান্দাদের দেখানোর জন্য করে যে মৌলিক (সামগ্রিক) ভাবে তার উপকার ও ক্ষতির কোন মালিক নয়,

(ইহাইয়াউল উলুম, ৩/৮৯০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে রিয়ার রোগ অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক এবং এর থেকে বাঁচাটা জরুরী। এই জন্য যে কোন নেক আমলেরস পূর্বে অন্তরের ইচ্ছার উপর খুব গভীর চিন্তা করা উচিত। কখনো এমন যেন না হয় রিয়ার কারণে ঐ আমল কোন কাজে না আসে। আসুন! রিয়ার পরিচিতি শুনি, যাতে তা ভালভাবে চিনতে পারি এবং সেটি থেকে বাঁচতে পারি। যেমনিভাবে-

www.dawateislami.net

“রিয়ার” পরিচিতিঃ

শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত **দা’ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তার ৬১৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“নেকীর দাওয়াত”** এর ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেন: **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন ইচ্ছায় ইবাদত করাকে রিয়া বলে, যেন ইবাদত দ্বারা এই উদ্দেশ্য হয় যে, লোকেরা তার ইবাদত সর্ম্পকে জানে যাতে সে লোকদের থেকে সম্পদ গ্রহণ করে বা লোকেরা তার প্রশংসা করে বা তাকে নেককার ব্যক্তি মনে করে বা তাকে সম্মান ইত্যাদি দেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

কিতাব “রিয়াকারী” এর পরিচিতিঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাস্তবিকই খুবই নাজুক বিষয় যে, সামান্য নিয়্যতই, ধোকা দিয়ে দেয় এবং নেক আমলকারী রিয়ার গর্তে গিয়ে পড়ে। এইজন্য আমাদের উচিত যে, ভালভাবে রিয়ার ধ্বংসের ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করা যাতে এই ধ্বংসাত্মক রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়ে যায়। এরই ধারাবাহিকতায় **দা’ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত ১৬৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতা, **“রিয়াকারী”** পড়াটা অত্যন্ত উপকারী اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবের মধ্যে রিয়ার পরিচিতি, কারণ, আলামত, এর ভয়ানক ফলাফল এবং এই রোগের চিকিৎসা ইত্যাদি বর্ণনা করা হয়েছে, এই জন্য আপনাদের কাছে মাদানী অনুরোধ যে, নিজে ও পড়ুন এবং অন্যকে ও পড়ার উৎসাহ দিন। **দাওয়াত ইসলামীর** ওয়েব সাঈট **www.dawateislami.net** থেকে ও এই কিতাবটি পড়া যাবে, ডাউন লোড **(Download)** ও প্রিন্ট আউট **(Print Out)** ও করা যাবে।

আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সুপ্রসিদ্ধ কিতাব **“নেকীর দাওয়াত”** প্রথম অংশ, ৭৩ পৃষ্ঠায় রিয়ার প্রসঙ্গে কিছু উদাহরণ শুনি যাতে জানতে পারি যে, রিয়া আমাদের আমলের ভিতর কি পরিমাণ রয়েছে।

www.dawateislami.net

অনেক সময় আমাদের কথায় রিয়ার প্রকাশ হয়ে যায় কিন্তু না এর প্রতি আমরা মনযোগ দিই। আর না এর থেকে বেঁচে থাকার মাদানী মন মানষিকতা থাকে, এইজন্য রিয়ার এই সব উদাহরণ শুনে এর থেকে বাঁচার চেষ্টা করুন, কিন্তু স্মরণ রাখবেন! রিয়া এমন এক আমল, যেটার মূল ভিত্তি নিয়্যতের উপর, এই জন্য যেই উদাহরণ গুলি উপস্থাপন করা হচ্ছে, যদি ও তা রিয়াকারী। কিন্তু অনেক জায়গায় নিয়্যতের পার্থক্যের কারণে হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়। আসুন! নিজের সংশোধনের নিয়্যতে মনযোগ সহকারে শুনি।

রিয়ার ১৯টি উদাহরণঃ

(১) ক্বিরাত এই জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা, লোকজন যেন তাকে ক্বারী সাহেব বলে, (২) ইজতিমায় উপস্থিত লোকজনের দিকে দেখে কিরাত বড় করে পড়তে হয় এমন ওয়াক্তের নামাযে মুসল্লীদের সংখ্যা দেখে তাজবীদের কায়দা গুলোর প্রতি যত্নবান হওয়া আওয়াজের বড় ছোট করাতে উপস্থিত ব্যক্তি বর্গের মনতুষ্টির উদ্দেশ্য করা, (৩) নিজের জন্য বিনয়ের শব্দ যেমন, ফকির, গুণাহগার অপদার্থ, ইত্যাদি, বলা লোকজন যেন বিনয়ী স্বভাবের লোক মনে করে। বিনয়ের প্রশংসা করে। (৪) এজন্য লোকজনের সাথে হাস্যোজ্জল চেহারায় সাক্ষাত করা, তাকে যেন সবাই মিশুক ও সচ্চরিত্রবান বলে। (৫) সকলের সামনে দোআ ইত্যাদি কান্না এসে গেলে চোখের পানি মুচতে থাকে, এজন্য লোক জনের যেন এমন ভক্তি সৃষ্টি হয় যে, লোকটি রিয়াকারী থেকে বাঁচার জন্য তাড়াতাড়ি চোখের পানি মুছে নিচ্ছে। (৬) লোকজনের মনে স্থান পাবার জন্য এই ধরণের কথা তৈরী করা যে, গুণাহ কে আমার বেশী ভয় হয়। অশুভ পরিণতির ভয় হায়! হায়! অন্ধকার কবরে কি অবস্থা হবে, কিয়ামতের ময়দানে **আল্লাহ্** দরবারে হিসাব কীভাবে দিব। (৭) দুনিয়ার প্রতি নিজের অনাসক্তি ও আমলের ছাপ দেখানোর জন্য লোকদের কে এই কথা বলা, আমি তো ধনী ও বড় লোকদের নিকট থেকে দূরেই থাকি। (৮) কারো মুছীবতের কথা শুনে মুখ মলিন করা। সমবেদনা মূলক কথা বলা। লোকজন যেন তাকে কোমল হৃদয়ের লোক বলে। (৯) হাতে তাসবীহ রেখে দেখানো, লোকজনের সামনে ঠোট নাড়া, আওয়াজ করে পড়া, দরূদ ও যিকির করা, এজন্য যে, লোকজন তাকে নেককার মনে করে।

www.dawateislami.net

(১০) লোকজনের সামনে পানাহার, উঠা বসা ইত্যাদি সুযোগ যত্নের সাথে সুন্নাতের খেয়াল রাখা, এজন্য যে, লোকজন যাতে তাকে সুন্নাতের অনুসারী মনে করে। অথচ একাকী ভাবে সুন্নাতের গুরুত্ব না দেওয়া। (১১) দাওয়াতে বা কারো উপস্থিতিতে কম খাওয়া, এজন্য যে, লোকজন তাকে সুন্নাতের অনুসারী ও স্বল্পভোজী লোক বলে জানে। (১২) কাউকে নিজের নেক আমলের কথা বলে, কথাটি আপনি অন্য কাউকে বলবে না, বলা লোকটি যেন ভক্ত হয়ে গিয়ে বলে: লোকটি বড়ই মুখলিস, কারো কাছে নিজের নেক আমল প্রকাশ করতে চাননা। (১৩) রমযানুল মোবারকে এজন্য ইতিকাফ করা যে, ফ্রি সেহরী ও ইফতার পাওয়া যাবে। (১৪) নিজের দ্বীনী কার্যাবলী এজন্য প্রকাশ করা যে, শ্রোতা যেন তাকে দ্বীনের এক বড় খাদেম বলে মনে করে। তার মহত্ত্বের প্রশংসা করে। (১৫) নিজের ফি সাবিলিল্লাহ ইমামতী করা, দ্বীন শিক্ষা দান, ইত্যাদির কথা অন্যের কাছে এ কারণে বলা যে, লোকজন তার ভক্ত হয়ে যাবে। তাকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে। (১৬) বেচা কেনা করার সময় বা কারো দ্বারা কোন কাজ করানোর সময় নিজের দ্বীনী পদ, যেমন তালিবে ইলম, হাফেজে কোরআন, মসজীদের ইমাম, মুয়াজ্জিম, মুবাল্লিগ ইত্যাদি হবার কথা উল্লেখ করা যে, তারা যেন অনুগ্রহ করে বা টাকা পয়সা না নেয়। (১৭) কিতাব বা রিসালা লিখার সময় শিক্ষনীয় বর্ণনা গুলো মন কেড়ে নেওয়া ঘটনাগুলো এবং ভালভাল মাদানী ফুল গুলো সন্নিবেশ করা, এজন্য যে, পাঠক যেন তার প্রশংসা করতে বাধ্য হয়ে যায়। (১৮) নিজে কতবার হজ্ব করেছে, কতবার ওমরা করেছে, দিনে কত পারা কোরআন তিলাওয়াত করে থাকে, পুরো রজবুল মুরাজ্জব ও শাবানুল মুয়াজ্জমের রোযা সহ অন্যান্য নফল রোযা, নফল নামায, অনেক অনেক দরূদ শরীফ পাঠ করার কথা বলা। যাতে করে সম্মান পায়, লোকদের মনে সম্মান সৃষ্টি হয়। (১৯) অন্যদের উপস্থিতিতে নীরব থাকা, ইশারায় বা লিখে কথাবার্তা বলা, যাতে লোকজন তাকে ভদ্র নীরব প্রকৃতির এবং মুখে কুফ্‌লে মদীনা লাগানা ব্যক্তি বলে ধারণা করে। অথচ ঘরে এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধবদের সামনে খুবই অট্র হাসিতে হাসে, আর হিংস্র বাঘের ন্যায় চিৎকার করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রিয়াকারীর জন্য জাহান্নামের উপত্যকা:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বর্ণিত উদাহরণগুলো মনে রেখে রিয়ার দিকে আর একবার দৃষ্টি দিই। **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি বাদ দিয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্যে ইবাদত করাকে রিয়া বলা হয়। ইবাদতের মাধ্যমে উদ্দেশ্য এই হয় যে, লোকজন তার ইবাদত সম্পর্কে জেনে যাক। যাতে করে তারা তার হাতে টাকা পয়সা কিংবা খাবার মিষ্টি দিয়ে দেয় অথবা নেককার ব্যক্তি বলে সম্মান করে। এই গুলি সব রিয়াকারীর পর্যায়, এমনকি বর্ণিত উদাহরণে **"যশ খ্যাতি"** অর্থাৎ সম্মান ও প্রসিদ্ধির ইচ্ছা করা ও রয়েছে। কেননা রিয়াকারীর একটা বড় কারণ হলো; যশখ্যাতির ইচ্ছা করা, এর থেকে ও বাঁচাটা জরুরী। এটাও স্মরণ রাখবেন যে, রিয়ার এই সব উদাহরণ এই জন্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমরা যেন আমাদের নিজেদের হিসাব করে নিই। এই উদাহরণ গুলো বর্ণনা করার উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, আমরা এই সব উদাহরণের উপর ভিত্তি করে অন্য কাউকে রিয়াকার বলে বেড়াব, কেননা রিয়ার সম্পর্ক অন্তরের সাথে, আর কারো অন্তরের অবস্থা সম্পর্কে কারো ধারণা থাকে না। এইজন্য এই সব উদাহরণের উপর অনুমান করে কোন মুসলমানের উপর যেন খারাপ ধারণা করা না হয় কেননা খারাপ ধারণা সামগ্রিক ভাবে হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ। আর এইভাবে কারো ব্যাপারে গুনাহ অন্বেষণ করা। তার দোষ ত্রুটি প্রকাশ করা এবং তার মাঝে রিয়ার আলামত খোঁজা যাতে তার দূর্নাম করা যায়। এটা ও হারাম, এই সব উদাহরণ উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য হলো এটাই যে, আমরা নিজেরাই আমাদের নেকী সমূহের অনুমান করি এবং চিন্তা করি যে, আমাদের কোন আমলে রিয়া প্রবেশ করেনি তো? কেননা রিয়া পিপড়ার পায়ের আওয়াজের চেয়ে ও অর্ধিক গোপনে ভাল আমলে প্রবেশ করে এবং ঐ আমলকে উলট-পালট করে রেখে দেয় এবং এতে জড়িয়ে যাবার একটা কারণ এটাই যে, বিয়ার মধ্যে যে স্বাদ তা না উত্তম খাবারে রয়েছে, না অধিক ধন সম্পদের মধ্যে রয়েছে এর থেকে বাঁচাটা খুব খুব জরুরী এই স্বাদ হলো জাহান্নামে পৌঁছানোর এইজন্য যদি নিজের কোন নেক আমলে রিয়ার আশংকা পাওয়া যায় তবে তাওবা করুন এবং নিজেকে নিজে ভীত সন্ত্রস্থ রাখুন।

www.dawateislami.net

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলো: নিঃসন্দেহে জাহান্নামে একটা উপত্যকা রয়েছে যার থেকে জাহান্নামে প্রতিদিন চারশত বার আশ্রয় প্রার্থনা করে, এই উপত্যকাটা উম্মতে মুহাম্মদীর ঐ সব রিয়াকারীর জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। যারা কোরআনে পাকের হাফেজ, **আল্লাহকে** বাদ দিয়ে অন্যের জন্য সদকাকারী, **আল্লাহ্ তাআলার** ঘরের হাজ্বী এবং **আল্লাহর** রাস্তার মুসাফির।

(আল মুজামুল কাবীর, ১২/১৩৬, হাদীস: ১২৮০৩)

দৌলতে ইখলাস হাম কো দিজিয়ে
কি জিয়ে রহমত আয় নানায়ে হাসনাইন। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আমল ছেড়ে দেওয়া ছাড়াই চিকিৎসা গ্রহণ করা যায়:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু চিন্তা করুন যে, রিয়া কেমন ভয়ানক আমল যে, দুনিয়ার প্রাপ্ত সামান্য বাহবা, সামান্য সম্মান এবং অন্যের কাছ থেকে সামান্য প্রশান্তি অর্জনের জন্য নিজের আমলের চর্চা করা কাল কিয়ামতের দিন ঐ ভয়ানক উপত্যকার মধ্যে প্রবেশের কারণ হতে পারে। যার কাছ থেকে জাহান্নাম নিজে প্রতিদিন চারশতবার আশ্রয় প্রার্থনা করে। এইজন্য উত্তম এটাই যে, লোকজনের জন্য নয়, শুধুমাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য আমল করা এবং যদি কোন ব্যক্তি শয়তানের কথা এবং নফসে আম্মারার ধোকায় পড়ে রিয়ার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে এবং এটা মনে করে যে, রিয়া থেকে বাঁচাটা তো অনেক কঠিন। আমি কিভাবে নফস আম্মারার ধোকাকে নিষ্ফল করব? কিভাবে শয়তানের শক্তিশালী জাল ভেঙ্গে বাইরে আসব? এবং পুনরায় অনেক সময় এই ধরণের ব্যক্তি এইসব ধারণা কে নিজের অন্তরে বসিয়ে নেয় যে, যখন আমরা রিয়ার ছাড়া নেক আমল করতে পারব না তখন এইসব আমল করে কি উপকার রয়েছে? এইভাবে ধীরে ধীরে নেক আমল থেকে দূরে সরে যায় এবং দূর্ভাগ্য ক্রমে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এই ধরনের ইসলামী ভাইদের খিদমতে মাদানী অনুরোধ যে, যদি নিজের আমলের হিসাব করতে গিয়ে রিয়াকারী প্রকাশ হয়ে যায়, তখন এটার চিকিৎসা করুন। কেননা, কোন রোগকে চিকিৎসা হীন মনে করে সেটা থেকে বেপরওয়া হয়ে যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

www.dawateislami.net

বরং যে রোগ যত তীব্র আকারে বাড়বে তার চিকিৎসার ও ততটাই গুরুত্ব দেওয়া উচিত, যেহেতু রিয়া এক বাতেনী রোগ, এইজন্য এর চিকিৎসা করা সম্ভব এবং না সেটাকে চিকিৎসাহীন মনে করে ছেড়ে দিবে। স্মরণ রাখবেন! যদি মাছি নাকের উপর বসে, তখন মাছিকে উড়ানো হয়। নাক কেটে ফেলা হয় না। এইজন্য রিয়ার ভয়ে নেক আমল ছেড়ে দিবে না। বরং রিয়া থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করবে। অতঃপর,

রিয়ার হুকুমঃ

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه রিয়ার হুকুম বর্ণনা করে বলেন: স্মরণ রাখবেন! রিয়া দ্বারা নামায না জায়িজ নয় অর্থাৎ এমন নয় যে, রিয়া অবস্থায় নামায পড়লে নামায বাতিল হয়ে গেছে বরং কবুল না হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যদি রিয়াকার এক পর্যায়ে রিয়া থেকে সত্যিকার তাওবা করে, তখন তার উপর রিয়ার ইবাদতের কাযা ওয়াজীব নয়। বরং তার বরকতে অতীতের অগ্রহন যোগ্য রিয়াকৃত ইবাদত ও কবুল হয়ে যাবে। স্বাভাবিক ভাবে রিয়া থেকে মুক্ত হওয়া খুব কঠিন। কেউই যেন রিয়ার সম্ভাবনার কারণে ইবাদত ছেড়ে না দেয়। বরং রিয়া থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করবে।

(মীরআতুল মানাজীহ, ৭/১২৭)

মেরা হার আমল তেরে ওয়াস্তে হো,
কর ইখলাস এইছা আতা ইয়া ইলাহী! (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মজলিশে মাদানী মুযাকারার পরিচয়ঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রিয়া এবং এর মত অন্যান্য অন্তরের রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া এক সর্বোত্তম মাধ্যম হলো মাদানী মুযাকারার মধ্যে অংশ গ্রহণ করা। যেখানে সময়ে সময়ে আমাদের মনযোগ অন্তরের ও রুহানী রোগের প্রতি দেওয়া হয় এবং আমাদের কে এর থেকে বাঁচার পদ্ধতি ও বলে দেওয়া হয়।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অসংখ্য ইলমের সন্নিবেশ, যা অর্জনের মাধ্যম হলো প্রশ্ন, বক্তাকে আমলী পোশাক পরিধানের জন্য প্রশ্ন উত্তরের এক ধারাবাহিকতা শুরু করা হয়েছে যাকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের মধ্যে মাদানী মুযাকারা বলা হয়। অনেক ইসলামী ভাই মাদানী মুযাকারার মধ্যে আকীদা, আমল, ফযীলত ও প্রশংসা, শরীয়ত ও তরীকত, ইতিহাস ও জীবনী, বিজ্ঞান ও ডাক্তারী, চারিত্রিক ও ইসলামী জ্ঞান জীবন যাপন ও সামাজিক ও নিয়মতান্ত্রিক কার্যাবলী এবং অন্যান্য অনেক বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করা হয় এবং শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এগুলি হিকমতপূর্ণ ও ইশ্‌কে রাসূলে ভরপুর জওয়াব দিয়ে থাকেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ১০৩ বিভাগের মধ্যে একটি বিভাগ হলো মজলীশে **"মাদানী মুযাকারা"** যেটা তার প্রদত্ত মন মাতানো ইলম ও হিকমত ভরপুর মাদানী ফুলের সুঘ্রানে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের সুবাসিত করতে ঐ সব মাদানী মুযাকারা সমূহ রিসালা আকারে এবং অডিও, ভিডিও, সিডি আকারে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করে। اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ আজ পর্যন্ত মাদানী মুযাকারার অনেক অডিও ক্যাসেট এবং ভিডিও এবং লিখা মাদানী মুযাকারা পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করা হয়েছে এবং আরো বাড়ানোর জন্য প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

১২ মাদানী কাজের মধ্যে এক মাদানী কাজ

"সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"

আপনাদের কাছে ও মাদানী অনুরোধ যে, শুধু নিজে নয়, বরং অন্যান্য ইসলামী ভাইদের কে ও অংশ গ্রহনের জন্য দাওয়াত দিতে থাকুন, মাদানী মুযাকারার মধ্যে অংশ গ্রহণ করা যেলী হালকার ১২ মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক এক মাদানী কাজ স্মরণ রাখবেন! ওয়াজ নছীহতের জন্য একত্রিত করে লোকদের মাঝে সংশোধনের নিয়্যতে ইলম ও হিকমতে ভরা মাদানী ফুল ছড়ানো বুযুর্গানে দ্বীনগণ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى এর পদ্ধতি।

www.dawateislami.net

বর্ণিত রয়েছে যে, আমাদের পীরানে পীর দস্তগীর হযরত সায়্যিদুনা শায়খ মুহীউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ৫২১ হিজরী থেকে ৫৬১ হিজরী পর্যন্ত চল্লিশ বছর যাবৎ মাখলুককে ওয়াজ ও নছীহত করেছেন। (বাহজাতুল আসরার, ১৮৪ পৃষ্ঠা) এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজেই বলেন: আমার হাতে পাঁচশতের ও অধিক অমুসলীম ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এক লাখের ও বেশী ডাকাত, চোর, ফাসিক, ফাজির, ফ্যাসাদকারী ও বেদআতী লোক তাওবা করে। (বাহজাতুল আসরার, ১৮৪ পৃষ্ঠা) সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ফয়েজ বরকতে শায়খে তরীকত আমীরের আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ও মাদানী মুযাকারার মাধ্যমে ওয়াজ নছীহতের মাদানী ফুল ছড়াচ্ছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ মাদানী মুযাকারা না শুধু গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম, বরং এর বরকতে অনেক লোক সংশোধন ও হয়ে যায় এবং অনেক মন্দ আকীদার তার মন্দ আকীদা ও আমল থেকে তাওবা করে সুন্নী বিশুদ্ধ আকীদা ও আমল দ্বরা মুসলমান হয়ে যায়। আসুন! এই প্রসঙ্গে একটি মাদানী বাহার শুনি:

মন্দ-আক্বীদার লোকদের থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো:

বাবুল ইসলাম (সিন্ধু পাকিস্তান) এর শহর শুহদাদপুরের, এক স্থায়ীয় ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারাংশ যে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** পবিত্র পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে আকীদার ব্যাপার জ্ঞান না থাকার ধরুন আমার জীবনের প্রথম অংশ মন্দ আকীদার লোকদের সংস্পর্শে অতিবাহিত হয়, যার কারণে আমার আকীদা ও বক্র ছিল। সৌভাগ্য ক্রমে রমজান মাসের মধ্যে দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে সংগঠিত হওয়া শেষ দশদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়ী ইতেকাফে অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়। ইতেকাফে হওয়া অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য হয়। ইতিকাফে হওয়া সুন্নাতে ভরা বয়ান এবং বিশেষ করে শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাদানী মুযাকারায় আমার অন্তরে **আল্লাহ্** ভীতি এবং ইশকে মোস্তকার বাতি জ্বলে উঠল। আমার অন্তরের সমস্ত সন্দেহ ও দ্বিধা-দন্ধ দূর হয়ে গেল। আমি আমার সমস্ত মন্দ আকীদা এবং মন্দ বন্ধুদের সংস্পর্শ থেকে তাওবা করলাম এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এখনো পর্যন্ত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** আর্ন্তজাতিক মাদানী মরকয ফয়যানে মদীনা (বাবুল মদীনা করাচী) এর মধ্যে ফয়যানে ফরয ইলম কোর্স করছি এবং নিজ এলাকার মধ্যে সকল হালকার মাদানী ইনআমাতের যিম্মাদার হয়ে মাদানী কাজের উন্নহিতর জন্য সচেষ্ট রয়েছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রিয়ার চিহ্নঃ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যেমনি ভাবে প্রত্যেক রোগের কিছু চিহ্ন থাকে যে গুলোর দ্বারা ঐ রোগ কে চেনা যায়। তেমনি ভাবে রিয়া রোগের কিছু চিহ্ন রয়েছে আসুন! এর চিহ্ন সমূহ শুনি, যাতে এই রোগটি ভালভাবে সনাক্ত হয়ে যায় এবং চিকিৎসার জন্য সহজ হয়ে যায়। আমীরুল মু'মিনীন মাওলায়ে কায়েনাত হযরত আলী মুরতাজা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰى وَجْهَهُ الْكَرِيْم বলেন: রিয়াকারীর তিনটি আলামত রয়েছে, (১) একা যখন অবস্থান করে তখন আমলে অলসতা করে এবং লোকজনের সামনে যখন অবস্থান করে তখন কর্মঠ দেখায়, (২) যখন প্রশংসা পায় তখন আমল বাড়িয়ে দেয়। (৩) নিন্দা করা হলে আমল কমিয়ে দেয়। **(আযযাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, আল বাবুল আওয়াল ফিল কাবায়িরিল বাতিনিয়্যাহ শেষ আল কবিরাতুস সাহিয়্যাহ আস শিরকিল আসকর, শেষ ১/৮৬, নেকী কি দাওয়াত ৮০ পৃষ্ঠা)**

এখন আমাদের আমানতদারিতার সাথে নিজ অবস্থার প্রতি গভীর মনযোগ দেওয়া উচিত যে, ইবাদতের ব্যাপারে কখনো না আমরা একাকীতে অলসতা এবং লোকদের সামনে কর্মঠ প্রকাশ করি? কখনো আমরা নেকী করার পর সেটা লোকদের সামনে প্রয়োজন ছাড়া প্রকাশ তো করে না দিই? তারপর যদি কেউ এতে আমাদের প্রশংসা করে তখন **"ফুলে"** আমল তো বাড়িয়ে দেয়নি? এবং প্রশংসা না পেলে কখনো দুঃখিত তো হয়নি এবং ঐ আমল কমে তো যায় নি? কখনো এমন তো নয় যে, আমাদের লোকদের সামনে নেকী করতে অনেক স্বাদ অনুভব হয়। কিন্তু এককীতে একেবারে মজা লাগেনা? কখনো আমরা নিজের ব্যাপারে চিন্তা করে। গুনাহগার অপরাধী ফকীর, নগন্য এবং বিনয়ী মিসকীনের মত শব্দ লোকদের সামনে বলে তাদের কে প্রভাবিত করার চেষ্টাতো করিনি?

www.dawateislami.net

আমরা কখনো মাযহাবী অবয়ব থেকে উপকার গ্রহণ করে নিজের প্রভাবিত হওয়া দোকানদার থেকে এইজন্য বেচাকেনা না করি যাতে তার থেকে ফ্রি বা সস্তা দামে পাওয়া যায়? যদি এই সব প্রশ্নের উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, আসুন প্রথমে এর থেকে তাড়াতাড়ি তাওবা করে নিন এবং ইখলাস অর্জনের প্রচেষ্টার লেগে যায়। কখনো এমন যেন না হয় যে, তাওবার আগে মৃত্যু এসে যায় এবং রিয়াকারীর কারণে দোযখে প্রবেশ করানো হয়। (নেকী কি দাওয়াত, ৮২ পৃষ্ঠা)

আতা করদে ইখলাস কি মুঝকো নেয়ামত, না নজদিক আয়ে রিয়া ইয়া ইলাহী!
মেরে জিন্দেগী বস্ তেরী বন্দেগী মে, হি আয় কাশ গুজরে ছদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রিয়ার রোগের চিকিৎসা করুন:

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি আমরা আমাদের অন্তরে রিয়ার রোগের আলামত অনুভব করি তবে তাওবার পর রিয়ার চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিলম্ব না করা উচিত। যখন আমরা নিজের বাতিন কে পবিত্র করার চেষ্টা করব তখন اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ আমাদের বাহ্যিক অবস্থা ও বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। **সুলতানে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি তার বাতিন কে সংশোধন করবে, তখন **আল্লাহ্ তাআলা** তার (জাহির) বাহ্যিক অবস্থাকে ও সংশোধন করে দিবেন।"

(আল জামেউস সগীর লিস সুয়ুতী, ৫০৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৩৩৯, নেকী কি দাওয়াত ৮৩ পৃষ্ঠা)

আসুন! রিয়াকারীর ধ্বংস থেকে বেঁচে থাকার জন্য তার কিছু চিকিৎসার কথা শুনি:

দোয়ার মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা:

রিয়ার সর্ব প্রথম চিকিৎসার হলো এটাই যে, **আল্লাহ্ তাআলার** দরবারে এইভাবে দোয়া করুন, হে রব্বে মুস্তাফা, আমাকে রিয়ার রোগ থেকে আরোগ্য দাও, আমার শূন্য থলেটি ইখলাসের সম্পদ দিয়ে ভরপুর করে দাও, আমি এখন এমন দুশমনের মুখোমুখি (অর্থাৎ শয়তান) যে আমাকে দেখছে কিন্তু আমাকে দেখা দিচ্ছে না, কিন্তু তুমি তাকে প্রকাশ্য দেখতে পাচ্ছে।

www.dawateislami.net

হে **আল্লাহ্!** তুমি আমাকে সেই শত্রুর প্রতারণা ও ধোকা থেকে বাঁচাও, হে **আল্লাহ্!** লোকজনের দৃষ্টিতে আমার অবস্থা অনেক ভাল হবে। তারা আমাকে পরাহিজগার মনে করছে। অথচ তোমার নিকট আমি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য তোমার দরবারে এই অবস্থা থেকে আমি পানাহ চাই।

হুব্বে দুনিয়া ছে তু বাঁচা ইয়া রব, আশিকে মুস্তফা বানা ইয়া রব!
হিরছে দুনিয়া নিকাল দে দিল ছে, বস রহো তালিবে রিযা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৯-৮১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রিয়াকারীর ক্ষতিগুলো চোখের সামনে রাখুনঃ

রিয়ার দ্বিতীয় চিকিৎসা হলো এটাই যে, এর বিপদ গুলো আমাদের চোখের সামনে রাখা, কেননা মানুষের মন কোন বস্তুকে সেই সময় পর্যন্ত পছন্দ করে। যতক্ষণ পর্যন্ত বস্তুটি তার জন্য উপকারী বলে ধারণা করে, কিন্তু যখন সে বস্তুটি তার জন্য ক্ষতিকর বলে জেনে ফেলবে তখন সে বস্তুটিকে পরিহার করে চলে। যেমন- কোন ইসলামী ভাইয়ের কাছে সুস্বাদু ও মিষ্টি হওয়ার কারণে মধু খুবই পছন্দের কিন্তু তাকে যদি এই কথা বলা হয় যে, যে মধু তুমি খাচ্ছ, তাতে বিষ মিশ্রিত রয়েছে, তাহলে সে মধুর স্বাদ ও মিষ্টি দেখতে পাবে না, বরং দেখবে বিষ আর তা সে কখনো খাবে না। অনুরূপ লোকজনের সামনে নিজের নেক আমল প্রকাশ করাতে এবং তাদের পক্ষ থেকে বাহবা পাওয়াতে মনে অবশ্যই আনন্দের সৃষ্টি হয়। কিন্তু আমরা এটিকে স্বাদ বলে মনে না করে যদি রিয়াকারীর ক্ষতি মনে রাখি। তখন এর থেকে বেঁচে থাকাটা আমাদের জন্য খুব সহজ হবে এবং আমাদের এই মন মানষিকতা তৈরী হবে যে, লোকদের এই ধরণের বাহবা আমাদের কোন কাজের নয়, যার কারণে আমাদের পরিশ্রম কৃত কাজের উপর পানি পড়ে যাবে। (নেকী কি দাওয়াত, ৮৪ পৃষ্ঠা)

রিয়ার সবগুলো কারণ নির্মূল করুনঃ

রিয়ার তৃতীয় চিকিৎসা এই রোগের কারণ নির্মূল করা। কেননা, কোন রোগের কোন, না কোন কারণ থাকে সেগুলো যদি নির্মূল করে দেওয়া যায়,

www.dawateislami.net

তাহলে রোগ ও সেরে যাবে। অনুরূপ রিয়ার ও মৌলিকভাবে তিনটি কারণ রয়েছে এই তিনটি থেকে যদি কোন রকম বাঁচা যায় তাহলে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ রিয়া থেকে বাঁচা খুব সহজ হয়ে যাবে। সে তিনটি কারণ হলো: (১) নিজের যশখ্যাতির বাসনা, (২) লোক নিন্দার ভয়, (৩) ধন-সম্পদের লোভ। (নেকীর দাওয়াত, ৮৬ পৃষ্ঠা)

পিছা মেরা দুনিয়া কি মুহাব্বত ছে ছুড়াদে,
ইয়া রব! মুঝে দিওয়ানা মদীনে কা বানা দে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

নিজের আমলে ইখলাস সৃষ্টি করুন

রিয়ার চতুর্থ চিকিৎসা ইখলাস। অতঃপর **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হে লোকেরা! **আল্লাহ্ তাআলা** সেই আমলগুলোকে কবুল করেন, যা তার জন্য ইখলাস সহকারে করা হয়ে থাকে। আর তোমরা এ কথা বলবে না যে, আমি এই কাজটি **আল্লাহ্ তাআলার** জন্য এবং আত্মীয়-স্বজনের জন্য করা হয়েছে।" (দারে কুতনী, ১/৭৩, হাদীস- ১৩০)

মুখলিস কাকে বলে?

কোন বুযুর্গের নিকট জানতে চাওয়া হলো: মুখলিস কে? তিনি বললেন: "মুখলিস সে ব্যক্তি, যে নিজের নেক আমলগুলো তেমনিভাবে গোপন করে যেমনি ভাবে সে খারাপ আমলগুলোকে গোপন করে।" অপর এক বুযুর্গের নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো: ইখলাসের পরিচয় কি? তিনি জবাব দিলেন: "তোমার যেন এই কামনাই না থাকে যে, লোকে তোমার প্রশংসা করুক।" (আয্‌যাওয়াজির, আল বাবুল আওয়াল ফি কাবায়িরিল বাতিনিয়্যাহ, শেষ...., খাতিমাতু ফিল ইখলাস, ১/১০২। নেকীর দাওয়াত, ৯১ পৃষ্ঠা)

নিয়্যতের হিফাযত করুন

রিয়ার পঞ্চম চিকিৎসা হলো: নিয়্যতের হিফাযত করা। **নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমলের মূল কেন্দ্র বিন্দু নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তাই যেটার সে নিয়্যত করে।" (বুখারী, কিতাব বদউল ওহী, বাবে কাইফা কানা বদউল ওহী, শেষ..., ১/৫, হাদীস- ১)

www.dawateislami.net

এজন্য শুরু করার পূর্বে চিন্তা করা উচিত যে, আমি যে আমল করতে যাচ্ছি তার উদ্দেশ্য কি? যদি লোক দেখানোর গন্ধ পাওয়া যায়, সাথে সাথে আপনার নিয়্যত বিশুদ্ধ করে নিন এবং এই মন মানসিকতা তৈরী করবেন যে, শুধু সেই আমলটি কবুল হবে যা শুধু মাত্র **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টির জন্য করা হবে। আমি যদি লোকদের দেখানোর জন্য বা শুনানোর জন্য নেকী করি, তাহলে কবুল হওয়া তো দূরের কথা তদুপরি জাহান্নামের শাস্তির হকদার হয়ে যাবে। শয়তান যদিও লাখো বাধার সৃষ্টি করে কিন্তু লোক দেখানো বা রিয়ার নিয়্যত থেকে বাঁচতে হবে এবং ভাল নিয়্যত করতে হবে। (নেকীর দাওয়াত, ৯২ পৃষ্ঠা)

ইবাদত করার সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচুন

রিয়ার রোগের ৬ষ্ঠ চিকিৎসা হলো; ইবাদতের সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার চেষ্টা করা। কেননা, শয়তান ধারাবাহিক ভাবে আমাদের অন্তরের মধ্যে কুমন্ত্রণা দেওয়ার প্রচেষ্ঠায় লেগেই রয়েছে। এই কারণে যেমনিভাবে নেক আমলের পূর্বে অন্তরের মধ্যে ইখলাস থাকাটা জরুরী, তেমনি ভাবে প্রত্যেক নেকী ও ইবাদতের সময় সেটা প্রতিষ্ঠিত রাখা জরুরী। ইবাদত করার সময় শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য তিনটি বিষয় আবশ্যক সেগুলো হলো: (১) শয়তানের কুমন্ত্রণাগুলো বুঝতে পারা, (২) সেগুলো অপছন্দ করা, (৩) সেগুলো মেনে নিতে অস্বীকার করা।

উদাহরণ স্বরূপ- কেউ ভাল ভাল নিয়্যতে তাহাজ্জুদের নামায শুরু করলো, এখন নামাযের সময় শয়তান তার মনে রিয়ার কুমন্ত্রণা দিলো যে, লোকেরা যখন আমার তাহাজ্জুদের কথা জানবে তারা তখন আমার প্রতি প্রভাবিত হবে। এমন ধরণের কুমন্ত্রণা তাৎক্ষনিক ভাবে বুঝে ফেলতে হবে যে, এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকেই হচ্ছে। এরূপ বুঝে ফেলাটা নামাযী ব্যক্তির জন্য অত্যন্ত আবশ্যক। অতঃপর সেটিকে ঘৃণাও করবে। কেননা, সৃষ্টিকর্তার জন্য করে যাওয়া আমল সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করার ও তাদের ভক্ত বানানোর চেষ্টা করা **আল্লাহ্ তাআলার** গযবকে হাতছানি দিয়ে ডাকার মতোই। এরূপ কুমন্ত্রণা থেকে নিজের মনকে ফিরিয়ে নিন। এ কাজটি যদিও কঠিন কিন্তু অসম্ভব নয়।

www.dawateislami.net

শুরুতে এই কাজটিকে কঠিন বলে মনে হবে, কিন্তু কষ্ট করে যদি কিছু দিন পর্যন্ত ধৈর্য নিয়ে কাজ করেন, **আল্লাহ্ তাআলা**র দয়া ও অনুগ্রহে এ কাজটি আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে। আমাদের কাজ হলো চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া আর সাফল্য দান করবেন মহান প্রতিপালক **আল্লাহ্ তাআলা**। (নেকীর দাওয়াত, ৯৪ পৃষ্ঠা)

নেক আমলগুলো গোপন করুন

রিয়ার রোগের সপ্তম চিকিৎসা নেকী সমূহ গোপন করা। হায়! আমরা আমাদের নেক আমলগুলোকে তেমনি ভাবে গোপন রাখি যেমনি ভাবে আমাদের গুনাহের কাজগুলো গোপন রাখি। আর এটিকে যথেষ্ট মনে করি যে, **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সব নেক আমলের কথা ভাল করেই জানেন। বিশেষ করে গোপন ভাবে নেক আমল করার পর নিজের নফসকে ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। কেননা, এই আমলটি প্রকাশ করার জন্য নফসের ভিতর প্রবল ইচ্ছা জাগতে পারে এবং এটা বলে যে, যদি তোমার এই মহান আমল লোকেরা জেনে যায়, তবে তারাও ইবাদতের মধ্যে মশগুল হয়ে যাবে তুমি নিজের আমলকে গোপন করতে কিভাবে রাজি হয়ে গেলে? এই ভাবে নেক আমলগুলো গোপন রাখলে তোমার সম্মান মর্যাদা সম্পর্কে কেউ জানবে না। এতে করে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে কি ভাবে? এমন যদি হয়, তাহলে লোকেরা তাদের ইমাম কাকে বানাবে? নেকীর দাওয়াত কিভাবে প্রসার হবে? ইত্যাদি। এমতাবস্থায় **আল্লাহ্ তাআলা**র দরবারে নিজের আমলের প্রতিদান পাওয়ার আশা করে জান্নাতের স্থায়ী নেয়ামতের কথা স্মরণ করুন, যেখানে চিরস্থায়ী থাকবে। যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র ইবাদতের বিনিময়ে তার বান্দাদের নিকট প্রতিদানের আশা করে তার উপর **আল্লাহ্ তাআলা**র অভিশাপ অবতীর্ণ হয়। এও হতে পারে যে, অন্যদের সামনে নিজের আমল প্রকাশ পাওয়ার কারণে সে তাদের নিকট তো প্রিয়পাত্রে পরিণত হবে, কিন্তু**আল্লাহ্ তাআলা**র নিকট তার মর্যাদা ধ্বংস হয়ে যাবে। অতঃপর নফসকে এভাবে বুঝাবেন যে, আমি কিভাবে সেই আমলকে লোকজনের প্রশংসা পাওয়ার বিনিময়ে বিক্রি করে দিতে পারি, যেসব লোকজন নিজেরাই অপারগ ও দূর্বল। তারা আমাকে রিযিক দিতে পারে না, তারা আমার জীবন মৃত্যুর মালিকও নয়। (নেকীর দাওয়াত, ৯৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

যখন এভাবে মাদানী চিন্তা নিজের ভিতর আসবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এই রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়ে যাবে।

নেকীয়া চুপ কর করে এয়্যছি হিদায়াত দে খোদা,
হাম কো পুশিদা ইবাদত কি তু লজ্জত দে খোদা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী পরিবেশ গড়ুন

রিয়ার রোগের অষ্টম চিকিৎসা হলো; এমন ভাল পরিবেশে গ্রহণ করা যার কারণে নেককার হওয়া যায়। ভাল সংস্পর্শ পাওয়ার জন্য আপনার বিন্দু পরিমাণও চিন্তার প্রয়োজন নেই। اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে সম্পৃক্ত হওয়ার বরকতে উত্তম চরিত্র ও গুণের অধিকারী অনুভূতি হীন ভাবে কাজের অংশীদার হতে থাকবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাইয়ের উচিত, নিজেদের তার শহরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হওয়া সাপ্তাহিত সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে অংশগ্রহণ করুন এবং **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় সফরকারী আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফর করুন। ঐ মাদানী কাফেলায় সফর করার বরকতে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ নিজের অতীত জীবনের ব্যাপারে চিন্তা করার সুযোগ হবে এবং অন্তর ভাল মৃত্যুর জন্য অস্থির হয়ে যাবে। যার ফলে গুনাহের আধিক্যতার উপর লজ্জা অনুভব হবে এবং তাওবার তাওফিক হবে। আশিকানে রাসূলের মাদানী কাফেলার মধ্যে ধারাবাহিক সফর করার ফলে মুখ থেকে অনর্থক কথা ও অযথা আলাপের জায়গায় দরূদ শরীফ জারী হয়ে যাবে। সে কোরআন তিলাওয়াত, **আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা** এবং **নাতে রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অভ্যস্থ হয়ে যাবে। রাগের বদ অভ্যাস দূর হয়ে যাবে এবং তার জায়গায় নম্রতা স্থান পাবে। অধৈর্য্যের অভ্যাস দূর হয়ে ধৈর্য্য ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তি হয়ে যাবে। অহংকার দূর হয়ে যাবে এবং মুসলমানদের সম্মান করার উৎসাহ উদ্দীপনা পাবে। দুনিয়ার ধন-সম্পদের লোভ দূর হয়ে যাবে এবং নেকী করার লোভ বাড়বে।

www.dawateislami.net

মোটকথা, বারবার **আল্লাহ্ তাআলার** রাস্তায় সফরকারী জীবনের মধ্যে মাদানী পরিবর্তন এসে যাবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ। ইসলামী বোনদেরও উচিত, নিজ শহরে অনুষ্ঠিত হওয়া সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মধ্যে নিয়মিত ভাবে অংশগ্রহণ করা।

দোয়া হে ইয়ে তুঝছে দিল এয়্যছা লাগাদে, না ছুটে কভি ভি খোদা মাদানী মাহল।
হামে আলীমো আউর বুযুর্গো কি আদব, শিখাতে হে হারদম ছদা মাদানী মাহল।
ইয়াকিনান মুকাদ্দার কা ওয়ো হে সিকান্দার, জিছে খাইর ছে মিল গেয়া মাদানী মাহল।
তু আ বে-নামাযী হে দেতা নামাযী, খোদা কে করম ছে বানা মাদানী মাহল।
গর আয়ে শারাবি মিটে হার খারাবি, ছুড়ায়েগা এয়্যছা নেশা মাদানী মাহল।
এয়্য বিমারে ইছইয়া তু আ-জা ইয়াহা পর, গুনাহো কি দেগা দাওয়া মাদানী মাহল।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বয়ানের সারাংশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের বয়ানে আমরা রিয়ার ব্যাপারে শুনলাম:

- যে সৌভাগ্যবান লোক তার আমলের মধ্যে রিয়া থেকে বেঁচে থাকে এবং **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে আমানতের খিয়ানত করেনা, সে তো কাল কিয়ামতের দিন মুক্তি অর্জনে সফল হয়ে যাবে। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশতঃ লোকেরা রিয়া করে **আল্লাহ্ তাআলার** সাথে আমানতের খিয়ানত করে, এই ধরণের রিয়াকারীদের আমল ধ্বংস হয়ে যাবে।
- তাদেরকে রিয়া করার কারণে নেক আমলের সাওয়াব ও প্রতিদান দেওয়া হবেনা।
- তাদেরকে বদকার, ধোঁকাবাজ, কাফির এবং ক্ষতিগ্রস্থ বলে ডাকা হবে।
- তাদেরকে বলা হবে তোমাদের আমলের প্রতিদান তাদের কাছে থেকে নাও, যাদের জন্য আমল করেছিলে।
- হাদীস শরীফের আলোকে রিয়াকারীদের আরো দূর্ভাগ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে।
- জান্নাত তো জান্নাত, পাঁচশত বছরের দূরত্ব রাস্তা থেকে সুবাস পাওয়া জান্নাতের সুঘ্রাণও তারা পাবে না।

www.dawateislami.net

❋ বরং তাদেরকে **আল্লাহ্ তাআলার** শাস্তির মধ্যে সম্পৃক্ত করে দেওয়া হবে।

এজন্য আমাদের উচিত, নিজের আমলের অবস্থা নিয়ে তাদেরকে রিয়ার স্বাদ পিঁপড়া থেকে বাঁচায়, অন্যথায় কখনো এমন যেন না হয় যে, আমরা পরকালের নাজাতের জন্য নিজের যেই নেক আমলের আশায় বসে আছি সেটা রিয়ার কারণে ধ্বংস হয়ে যায় এবং আমরা কিয়ামতের দিন একেবারে খালি হাত থেকে যায়। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদেরকে রিয়া করা থেকে বাঁচান এবং ইখলাসের দৌলত দিয়ে ভরপুর করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের শেষে সুন্নাতের ফযীলত এবং কিছু সুন্নাত ও আদব বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।" (ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

জুতো পরিধানের মাদানী ফুল:

আসুন! সুন্নাতের উপর আমলের নিয়্যতে জুতো পরিধানের কিছু মাদানী ফুল শুনি: ❋ অধিকহারে জুতা ব্যবহার করো। কেননা, মানুষ যতক্ষণ জুতা ব্যবহার করতে থাকে, সে আরোহী হয়ে থাকে। (অর্থাৎ কম ক্লান্ত হয়)। (মুসলিম শরীফ, ১১২১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৯৬) ❋জুতা পরার আগে ঝেড়ে নিন যাতে পোকা বা কংকর ইত্যাদি বের হয়ে যায়। ❋ সর্বপ্রথম ডান পায়ে জুতা পরিধান করুন এরপর বাম পায়ের। খুলতে প্রথমে বাম পায়ের জুতা অতঃপর ডান পায়ের। **রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাস্সাম, শাহে বনী আদম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করে, তবে ডান দিক থেকে শুরু করা উচিত এবং যখনই খুলে তবে বাম দিক থেকে শুরু করা উচিত। যাতে ডান পায়ের জুতা পরার সময় প্রথমে এবং খুলতে সবশেষে হয়।" (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৮৫৫)

www.dawateislami.net

‘নুজহাতুল ক্বারী’ কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: মসজিদে প্রবেশ করার সময় হুকুম হচ্ছে প্রথমে ডান পা দিয়ে প্রবেশ করা এবং বের হওয়ার সময় এ হাদীসে পাকের উপর আমল করা কঠিন। আ’লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সমাধান এভাবে করেন; যখনই মসজিদে যাওয়া হয় প্রথমে বাম পায়ের জুতা খুলে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পায়ের জুতা খুলে মসজিদে প্রবেশ করুন আর মসজিদ থেকে বের হতে বাম পা বের করে জুতার উপর রাখুন অতঃপর ডান পা বের করে জুতা পরে নিন এরপর বাম পায়ের জুতা পরে নিন। (নুজহাতুল ক্বারী, ৫ম খন্ড, ৫৩০ পৃষ্ঠা, ফরিদ বুক স্টল) ✱ পুরুষ পুরুষালী ও মহিলারা মেয়েলী জুতা পরবে। ✱ কেউ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهَا কে বলল যে, এক মহিলা (পুরুষের মত) জুতা পরিধান করে, তিনি বললেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পুরুষালী মেয়েদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন। (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৪০৯৯) সদরুশ শরীয়া হযরত আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: অর্থাৎ মহিলাদের পুরুষ সুলভ জুতা পরিধান করা উচিত নয় বরং ঐ সমস্ত বিষয় যা দ্বারা পুরুষ ও মহিলার মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এ সমস্ত প্রতিটি বিষয়ে একে অপরের অনুরূপ করা নিষেধ। পুরুষ মেয়ে সুলভ আকার ধারণ করবে না, মহিলাগণ পুরুষসুলভ আকার ধারণ করবে না। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ৬৫ পৃষ্ঠা, মাকতাবাতুল মদীনা) ✱ যখনই বসবেন জুতা খুলে নিন এতে পা আরাম পাবে। ✱ দারিদ্রতার একটি কারণ এটাও যে, উল্টো জুতা দেখে সেগুলোকে ঠিক না করা। **“দাওলাতে বে যাওয়াল”** কিতাবে লিখেছেন: যদি সারারাত উল্টো জুতা পড়ে রইল তবে শয়তান এর উপর শান শওকাত সহকারে বসে। সেটা তার আসন। (সুন্নী বেহেশতী যেওর, ৫ম খন্ড, ৬০১ পৃষ্ঠা) ব্যবহৃত উল্টো হয়ে পড়ে থাকা জুতা সোজা করে নিন।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘সুন্নাত ও আদব’** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা’ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

www.dawateislami.net

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও দোয়া সমূহ

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمএর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمআপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُথেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের সত্তরটি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের সত্তরটি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পা করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ

صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে!

যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজিব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২,৩২৯, হাদীস নং- ৩০)

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

(মাজমাউয যাওয়ায়িদ,কিতাবুল আদইয়াহ,বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস নং- ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেল:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেল। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net